যুগান্তর

তারিখ 06 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

শাবিতে গুচ্ছভর্তি পদ্ধতি বাতিল : পরীক্ষা ২১ মার্চ

শাবি প্রতিনিধি

যবিতে পরীক্ষা ১৪ মার্চ

অবশেষে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবি) এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবি) বহুল আলোচিত 'গুচ্ছভর্তি প্রক্রিয়া' বাতিল করেছে শাবি কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে। ফলে দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই বিগত বছরগুলোর মতো এবারও স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ায় ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে।

২১ মার্চ শাবিতে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের অনার্স প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। 'এ' ইউনিটের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় এবং 'বি' ইউনিটের পরীক্ষা বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার শাবির একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরে এ সিদ্ধান্ত মুঠোফোনে যবি ভিসি ড. মোঃ আবদুস সাত্তারকে জানান শাবি ভিসি অধ্যাপক আমিনুল হক ভূঁইয়া। গুচ্ছ পদ্ধতি বাতিলের পর যবিতেও ভর্তি পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৪ মার্চ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের বছরের মতো ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। সেই সঙ্গে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে জটিলতার জন্য ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে যবি কর্তৃপক্ষও।

গত বছরের ৩০ নভেম্বর স্বতন্ত্র ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিল করে শাবি ও যবিতে গুচ্ছভর্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সিলেটে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে হরতাল-মানববন্ধনসহ আন্দোলনে

বাতিল : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

বাতিল : ভর্তি পদ্ধতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উত্তাল হয়ে ওঠে সিলেটের রাজপথ। ফলে ২৭ নভেম্বর গুচ্ছভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত করে শাবি কর্তৃপক্ষ। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নোট অব ডিসেন্ট দেয় শাবি একাডেমিক কাউন্সিলের দশ সদস্য। এছাড়া কাউন্সিল সদস্য ও ভর্তি পরীক্ষা কমিটির টেকনিক্যাল শাখার আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও তার স্ত্রী পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক স্বপদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তারা পদত্যাগপত্র জমা দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জরুরি কাউন্সিল ডেকে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ২ মাস পেরিয়ে গেলেও পরীক্ষা নিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এমন প্রেক্ষাপটে বুধবার শাবি কর্তৃপক্ষ একাডেমিক কাউন্সিল আহ্বান করে।

কিন্তু এতে উপস্থিত ছিলেন না ড. জাফর ইকবাল ও ইয়াসমিন হক। শাবি ভর্তি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আকির হোসেন জানান, যেসব ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী শাবি ও যবি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন করেছে তাদের আলাদাভাবে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। শাবি ভিসি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এজন্য ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছে। যবি ভিসি অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুস সাত্তার জানান, সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে শাবি কর্তৃপক্ষ ও সিলেটবাসীকে আমরা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। যার কারণে একটি মহৎ উদ্যোগ আলোর মুখ দেখার আগেই নষ্ট হয়ে গেল।